কালের কণ্ঠ

তারিখ 01 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

জেএসসি-পিএসসির ফল

মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করুন

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এবার বছরজুড়ে তেমন রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। তার ফলও পাওয়া গেছে। জেএসসি-জেডিসিতে গত বছরের চেয়ে এবার পাসের হার বেড়েছে ১.৯২ শতাংশ। এ বছর জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পেয়েছে এক লাখ ৯৬ হাজার ২৬৩ জন। গতবারের চেয়ে এ সংখ্যা বেড়েছে ৪০ হাজার ২৮ জন। এই দুই পরীক্ষায় এবার মোট পরীক্ষার্থী ছিল ২২ লাখ ৭২ হাজার ২৯৮ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ২০ লাখ ৯৮ হাজার ৮২ জন। জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষায় গড় পাসের হার ৯২.৩৩ শতাংশ। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় গড় পাসের হার ৯৮.৫২ শতাংশ। এ পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পেয়েছে দুই লাখ ৭৫ হাজার ৯৮০ জন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ২৮ লাখ ৩৯ হাজার ২৩৮ জন। এদের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে সাতাশ লাখ ৯৭ হাজার ২৭৪ জন। সমমানের ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় গড় পাসের হার ৯৫.১৩ শতাংশ। এ পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পেয়েছে পাঁচ হাজার ৪৭৬ জন। এ পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল দুই লাখ ৬৪ হাজার ১৩৪ জন। এর মধ্যে পাস করেছে দুই লাখ ৫১ হাজার ২৬৬ জন।

এই ফল নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। বছরের প্রথম দিনে বই উৎসব ও অভিন্ন শিক্ষাপঞ্জির ইতিবাচক প্রভাবও এখানে লক্ষণীয়। তবে এর সঙ্গে এটাও উল্লেখ করতে হবে, পূর্ণাঙ্গ জিপিএ নয়, শতভাগ পাস ও মানসম্মত শিক্ষাই এখন আমাদের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পূরণ করতে পারলে ভবিষ্যতে আরো ভালো ফল পাওয়া যাবে। শুধু পাসের হার নয়, মানসম্মত শিক্ষার্থীরা দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। শিক্ষাব্যবস্থায় সৃজনশীল পদ্ধতি পাসের হার ও পূর্ণাঙ্গ জিপিএর সংখ্যা বাড়িয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। পূর্ণাঙ্গ জিপিএর সংখ্যা কত বাড়ল বা কমল, সেটা কখনোই বড় বিষয় নয়। লেখাপড়ার ভেতর দিয়ে একজন শিক্ষার্থী নিজেকে কতটা মানসম্মত করে তুলতে পারছে—সেটাই এখন সবচেয়ে বড় বিষয় হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে আমাদের মানসম্মত শিক্ষার্থী প্রয়োজন। বিশ্বায়নের যুগে তারা বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ও প্রতিযোগিতা করে চলতে পারবে। আমাদের শিক্ষার মান আরো উঁচুতে নিতে হবে।

শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে চাই মানসম্মত শিক্ষক। বলতে দ্বিধা নেই, সব পর্যায়েই মানসম্মত শিক্ষকের অভাব রয়েছে। সেই সঙ্গে গ্রামের সঙ্গে শহরের ফারাকটাও চোখে পড়ার মতো। শহরের শিক্ষার্থীর সঙ্গে গ্রামের শিক্ষার্থীর মানের পার্থক্য কাম্য নয়।

আমরা আশা করব, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আন্তরিক চেষ্টায় শিক্ষার উন্নত মান নিশ্চিত হবে। শহর-গ্রামের পার্থক্য ঘুচে যাবে।